দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 13 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৫...

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস প্রতারণা

র‍্যাবের জালে ৩ চিকিৎসক

হাবিব রহমান ●

তাদের কেউ কোচিং সেন্টারের স্বত্বাধিকারী, কেউ চিকিৎসক, মেডিক্যাল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এমনকি সরকারি কর্মকর্তা। সবার কর্ম আলাদা হলেও একটি বিষয়ে মিলেমিশে গড়ে তোলেন শক্তিশালী সিন্ডিকেট। হাতিয়ে নেন মোটা অঙ্কের টাকা। তারা মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস জালিয়াতচক্রের সদস্য। ইতোমধ্যে এ চক্রের সদস্য দুই চিকিৎসক ধরা পড়েছেন র‍্যাবের গোয়েন্দা জালে। অপরাধ কর্মকাণ্ডের দুই সতীর্থ ধরা পড়ার পর আরেক চিকিৎসক নিজেই আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। অপর এক চিকিৎসক ও দুই মেডিক্যাল শিক্ষার্থীসহ বেশ কয়েকজনকে ধরতে অভিযান চালাচ্ছে র‍্যাব। এর আগে একই চক্রের অন্যতম হোতা এক সরকারি

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

র‍্যাবের জালে ৩ চিকিৎসক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কর্মকর্তা ধরা পড়েন র‍্যাবের হাতে।

এমন অপরাধে জড়িত থাকা চার চিকিৎসকের দুজনই রাজধানীর গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালের চিকিৎসক। ইতোমধ্যে ওই দুই চিকিৎসককে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা মূল্যের চেক। চক্রের সদস্যরা ভর্তি পরীক্ষার পরই টাকা উত্তোলনের শর্তে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন বিভিন্ন ব্যাংকের চেক।

গত ৬ অক্টোবর ২০১৭-১৮ সালের এমবিবিএস/বিডিএস প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার দিন ধার্য ছিল। পরীক্ষার আগেই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব জানতে পারে, একটি প্রতারকচক্র মোবাইল ফোন, ইমো, এসএমএস, ই-মেইলের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার কার্যক্রম চালাচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা আগে র‍্যাব ৩-এর একটি দল কলাবাগানের একটি বাড়ি থেকে চক্রের অন্যতম হোতা সহকারী কর কর্মকর্তা দীপংকর চন্দ্র সরকারকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন র‍্যাব ১০-এর একটি দল রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ইউনাইটেড হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সোলায়মান হোসেন মেহেদী, সাবিনা ইয়াসমিন মিলি ওরফে তিন্নি ও বনানীর একটি ক্লিনিকের চিকিৎসক ডা. বারেকসহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করে। এই চারজনকে গ্রেপ্তারের পর চক্রের অপর সদস্য ও ইউনাইটেড হাসপাতালের আরেক চিকিৎসক ডা. অনিক নিজেই আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

র‍্যাব সূত্র জানায়, ডা. সোলায়মান হোসেন মেহেদী ও ডা. অনিক দুজনই ইউনাইডেট হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত। ডা. সোলায়মান হোসেন মেহেদী দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। ডা. অনিক পড়াশোনা করেন শাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজে। ডা. সোলায়মান হোসেন মেহেদীর কর্মস্থলের ড্রয়ার থেকে মেডিক্যালে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া চেক উদ্ধার করে র‍্যাব। মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী মো. সাইফুল আলম বাদশা ও আবু তালেব, শুভেচ্ছা কোচিং সেন্টারের স্বত্বাধিকারী মো. লিটন, মিটফোর্ডের আল আরাফাহ ক্লিনিকের চিকিৎসক ডা. আসাদ, পঞ্চগড়ের আতোয়ারী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক সুজন ওরফে রাজা বাবুসহ বেশ কয়েকজনকে খুঁজছে র‍্যাব। চক্রের মূলহোতা ডা. সোলায়মান হোসেন মেহেদী, দীপংকর চন্দ্র সরকার ও সুজন ওরফে রাজা বাবু।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ লাখ টাকার চেক পর্যন্ত নিয়েছিল এই চক্র। র‍্যাবের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, চুক্তি অনুযায়ী পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া চেকের অর্থ উত্তোলনের কথা ছিল প্রতারকচক্রের। এ ঘটনায় র‍্যাব বাদী হয়ে রাজধানীর কলাবাগান ও হাজারীবাগ থানায় পৃথক দুটি মামলা করে। হাজারীবাগের মামলার তদন্ত করছে র‍্যাব-১০ এবং কলাবাগান থানার মামলাটি তদন্ত করছে পুলিশ।

মামলার তদারক কর্মকর্তা র‍্যাব ১০-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ মহিউদ্দিন ফারুকী আমাদের সময়কে বলেন, চক্রের বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। একই সঙ্গে মামলার তদন্ত কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে।

দুই চিকিৎসকের বিষয়ে জানতে ইউনাইটেড হাসপাতালের কমিউনিকেশন বিভাগে যোগাযোগ করে তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, দুই চিকিৎসক যে ধরনের অপরাধে জড়িয়েছেন, সেটি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। তার দায় প্রতিষ্ঠান নেবে না। তাদের সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।